ফণির মণি

(প্রচলিত রূপকথা হইতে)

গীতিনাট্য।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

মিনার্ভা থিয়েটার—২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫।
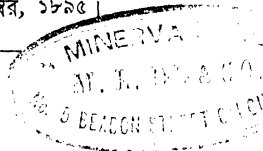
কলিকাতা।

৯৬নং বিডন ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ।০ চারি আনা।

চরিত্র।

—০—

পুরুষগণ।

রাজা।

সৌরভ কুমার	...	...	রাজপুত্র।
চিৎকুমার	...	...	মন্ত্রিপুত্র।
বিরাগ	...	...	বিদর্ভ রাজকুমার।
বাহার	...	...	উজ্জয়িনী রাজকুমার।

ফক্‌রে

ধাঙড়গণ, প্রহরী, দূতদ্বয়, জনৈক চেলা।

স্ত্রীগণ।

শিখা	...	...	রাজকুমারী।
বিমলা	...	...	ঐ প্রধানা সখী।
বারি	...	...	জলবালা।

ফক্‌রের মা।

সখীগণ, ধাঙড়কন্যা, বেদেনী, ধাঙড়নীগণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বনমধ্যে দেবালয় সম্মুখস্থ স্থান।

(রাজা, চিৎকুমার, ধাঙড়, ধাঙড়ণীগণ ও ধাঙড়কন্যা।)

ধাঙড় ধাঙড়ণীগণ।　　　গীত।

পুকুর পাড়ে লতা কেনে ফোঁস্ ফোঁসালি।
তাই তোর ভাঙ্‌লো খুলি পড়লি মারা,
লতা তুই জান খোয়ালি।
ধেঁইয়া রে ধেঁইয়া ধাঁই ধাঁই ধাঁই !
টাঙির চোটে টুক্‌রো হবি, হল্‌দি মেখে পেটে যাবি,
আর ফণা ধর্‌বিনি রে, থাক্‌বি হাড্ডি খালি।
বেঁইয়া রে বেঁইয়া বাঁই বাঁই বাঁই !
ক্যানে লতা তুই মলি, ব্যাং করবে কুলি,
তোরে মানবে নারে, দিনে দুপুরে, তোরে দিবে গালি।
হাঁইয়া রে হাঁইয়া হাঁই হাঁই হাঁই !

প্র-ধা। দে রাজা তোর বেটী দে, আধা রাজ্যি দে। দেখ্ দেখ্ সাঁপটা মার্‌চি। হামি দিলে তিন সোঁটা—

দ্বি-ধা। হামি দিলে দুটা—

ধাঙড়নী। আর মোরা দিলে গোটা গোটা।

প্র-ধা। দে তোর মেয়ে দে, এ আমার বেটা, সাদি কর্‌বে এটা।

রাজা। এ আবার কি বিপদ! সাপের হাতে নিস্তার পেলেম কিন্তু ধাঙড়দের মেয়ে দিব কি করে! আর যদি পণ না রাখতে পারি, মিথ্যাবাদী হব; মিথ্যাবাদী হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়।

চিৎ-কু। মহারাজ, কোন চিন্তা কর্‌বেন না, এরা সাপ মারেনি, যে সাপ মেরেছে আমি জানি। মহারাজ বলুন যে—সাপের মাথায় মাণিক ছিল সে মাণিক কোথায় গেল? যদি মাণিক না আন্‌তে পারে তা হ'লে ওদের মিথ্যা কথা। মিথ্যা কথার জন্য ওদের শূল হবে।

রাজা। এ কি কথা বল! আমি তো পণ করিনি যে মাণিক দেবে, আমি পণ করেছি যে সাপ মার্‌বে।

চিৎ-কু। ধর্ম্মাবতার! যে সাপ মেরেছে আমি তারে জানি, সাত দিনের ভেতর মহারাজের কাছে তাকে নিয়ে আসবো, সে সামান্য ব্যক্তি নয়, সে দেবতা!

রাজা। তুমি কি করে জান্‌লে?

চিৎ-কু। আপনি রাজ্যে পালা করে দিয়েছিলেন যে প্রজাদের এক জন বনে গিয়ে সাপের আহার হবে, আর রাজাজ্ঞা ছিল একটা উট্ আর একটা হাতী যাবে; রাজ্যে ঘরে ঘরে কান্নার-ধ্বনি! আমার প্রাণ ব্যাকুল হলো! আমি এই শান্তিনাথের

মন্দিরে হত্যা দিলেম; স্বপ্ন হলো যে তুই যদি সাপের মুখে যেতে পারিস তো রাজ্য রক্ষা হবে; মহারাজ! আমি গতরাত্রে গিয়েছিলেম আমার জীবনদাতাকে জানি, সাতদিনের মধ্যে তাকে রাজসমীপে আন্‌বো প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, যদি না পারি প্রাণদণ্ড কর্‌বেন।

রাজা। দেখ আমায় মিথ্যাবাদী ক'র না। আমার কন্যা যাক্, জাত্ যাক্, মিথ্যাবাদী কেউ না বলে।

প্র-ধা। দে দে, মেয়ে সাদি দে, আধা রাজ্যি দে।

রাজা। যদি সাপ মেরেছিস্ মাণিক কোথা গেল?

প্র-ধা। সেটা ঝাঁপিয়ে জলে পড়লো।

রাজা। তুল্‌লিনি কেন?

প্র-ধা। টপ্ টপ্ ডুবলো, সেটা উঠলো না।

রাজা। তোদের মিথ্যা কথা! যদি মাণিক আন্‌তে না পারিস্ তোদের শূলে দেবো।

প্র-ধা। হাঁরে এতো গিরোয় ফেল্লো!

ধাঙড়নী। ঐ পোলাটা সলা দিলো, রাজাটা ঘেব্‌ড়ে ছিলো।

চিৎ-কু। যা এখান থেকে দূর হ! মহারাণী পূজা কর্‌তে আস্‌বেন।

প্র-ধা। এ পোলাটা খারাপি কল্লো!

দ্বি-ধা। সাদি কর্‌তে এলো, শূলের ফরমাস হলো!

ধা-কন্যা। তু ঘাব্‌ড়াচ্ছু কেনে? বেটাটা না বাগে এলো তো কি হলো? হামি বেটাটাকে বাগাবো, সে মোকে আঁখি ঠারে।

ধাঙড়। হ্যাঁরে তুই এই রাস্তায় চল্‌তে থাক্‌বি! ভাই ব্রাদারি সব চট্‌লু, মু ঝুট্ শিখলু, তু দুটা খসম করলু, আবার ফের খসম করবি?

ধা-কন্যা। তোকে তো মু বলচি মু সইরে থাকমু, মু তোদের সাথে থাকমু না।

ধাঙড়। চল তোর যেমন খুসি কর্ব্বি।

ধা-কন্যা। ঐ বেটাটাকে মু বাগাবো। তোর শূল বি বাঁচবে আর টেকা পাব।

[ধাঙড়কন্যা, ধাঙড় ও ধাঙড়নীগণের প্রস্থান।

রাজা। দেখ চিৎকুমার পার্‌বে ?

চিৎ। মহারাজের কাছে আমার এক মিনতি—আমি যা কর্‌বো—যেথায় যাব, কেউ আমায় না নিষেধ করে।

রাজা। এই রাজ অঙ্গুরী নাও, তোমার সর্ব্বত্র গমনের অধিকার থাক্‌বে।

[রাজা ও চিৎকুমারের প্রস্থান।

(শিখা বিমলা ও সখীগণের প্রবেশ।)

গীত

তুলে ফুল সোহাগ করে পরবো লো খোঁপায়।
বেড়াব হাওয়ার মতন ফুরফুরে হাওয়ায়।
সোহাগে গায় বসে পাখী,
যদি দেয় লো ধরা সোহাগে রাখি,
সাধ সদা সই সোহাগে থাকি,
কত হায় সোহাগ করি সোহাগে যে সোহাগ চায়।

বিমলা। ওলো, শুনছি নাকি এতদিনে বরাৎ ফির্‌লো ! সাপ ঘাড়ে

ক'রে এক ঝাঁক বর এসেছিল আর বাসর জাগতে এক ঝাঁক মাগী এসেছিল !

শিখা। একলা আমার জন্যে আসেনি লো, তোমার মতন নাগরী কি ছেড়ে যেত !

দ্বি-সখী। তুই কি আর আমাদের দিতিস্? আপনিই নিতিস্! অমন সুন্দর নাগর প্রাণ ধরে আর দিতে হ'তো না !

শিখা। না লো, তুই জানিসনি, তোকে পেলে আর কারুকে চাইতো না, বরং তাদের ডাক্‌তে পাঠাই। এই দেখ চিৎদাদাকে জিজ্ঞাসা কর।

(চিৎকুমারের প্রবেশ।)

চিৎ-কু। কির‍্যা কির‍্যা ?

বিমলা। দাদা শিখার বর এসেছিল না ?

চিৎ-কু। দূর কালামুখি ! তোরা যা, আমার শিখার সঙ্গে একটী কথা আছে।

বিমলা। আর কি কথা ! দাদা জিজ্ঞাসা করবে কোনটী তোর পছন্দ ?

চিৎ-কু। যানা যানা, একটা মজার কথা, তোদের বল্‌বো এখন।

[সখীগণের প্রস্থান।

শিখা। কি কথা গা ?

চিৎ। আমি ভাই মন্দিরে এক জনের কাছে সত্যি করেছি, তুই যদি আমার সত্যে উদ্ধার করিস্ !

শিখা। কি বল না ?

চিৎ-কু। একটি বিদেশী লোককে আমি তোরে দেখাব

দেখ সে বড় সাট করে যে তাদের দেশের স্ত্রীলোক বড় সুন্দরী হয়! আমি সাট করেছি যে আমাদের দেশে সুন্দরী! তার ভাই থোঁতা মুখ ভোঁতা কর্‌তেই হবে! তুই রাজকুমারী বলে পরিচয় দিস্‌নি।

শিখা। দাদা বুঝি তিনকোণ পৃথিবীর মধ্যে আমায়ই সুন্দরী দেখেছ?

চিৎ-কু। তবে বল যে কথা রাখবো না!

শিখা। কেউ যদি কিছু বলে?

চিৎ-কু। আমি মহারাজের হুকুম নিয়েছি।

শিখা। ওমা ছি ছি ছি! এত ঢলাঢলি করে ফেলেছ বুঝি?

চিৎ-কু। যা করে ফেলেছি তার আর চারা কি বল! কি বলিস্‌ বল?

শিখা। আচ্ছা আন, কিন্তু ভাই আমি কথা কইতে পারবো না।

চিৎ-কু। সেকিরে? আজ সে অতিথ্‌ তার সঙ্গে দুটো কথা কইবি বৈকি!

শিখা। সে ভাই বিমলা যা হয় কর্‌বে।

চিৎ-কু। আচ্ছা সে যা হয় হবে, আমি তবে তারে আনি?

শিখা। আচ্ছা যাও। আমি মা কি কচ্ছেন দেখে আসি। এলুম বলে, তাকে নিয়ে এস।

[চিৎকুমারের প্রস্থান।

বিমলাকে বলবো না, চুপিচুপি দেখা করি; তারা সকাল থেকে খাণ্ডড় নিয়ে ঠাট্টা কচ্ছে, এ কথা শুন্‌লে জ্বালিয়ে মার্‌বে!

[শিখার প্রস্থান।

(চিৎকুমার ও বিরাগের প্রবেশ।)

চিৎ-কু। মশাই! ঠাকুর আর এমন দেখেন নি!

বিরাগ। এখন দর্শন হবে? শুনেছি না এ সময়ে মহারাণী পূজা করেন?

চিৎ-কু। কার ঠেঙে শুনেছেন? আমি পাণ্ডা, আমি জানিনি? তবে একটা নিয়ম আছে—যে দেশের যা—আপনার নাম ধাম সব আমায় লিখে দিতে হবে, আপনি কি করেন তাও বল্‌তে হবে। যদি ভাড়ান্ তা হ'লে দ্বার খুল্‌বে না, জাগ্রত ঠাকুর!

বিরাগ। (স্বগতঃ) না বাবা! ঠাকুর দেখায় কাজ নেই, এখনি কথা ঢাক পিটে যাবে! এ ছোঁড়া আমার পরিচয় নেবার চেষ্টা ক'চ্ছে।

চিৎ-কু। কি ভাবছেন?

বিরাগ। মশাই! একটা কথা ভুলে গেছি, প্রণামী আনতে ভুলে গিয়েছি।

চিৎ-কু। তার জন্য ভাবনা কি? আমি দেব এখন, তার পর আপনার বাসায় গিয়ে নিয়ে আস্‌বো।

বিরাগ। মশাই আমার মির্‌গী রোগ আছে!

চিৎ-কু। তা উপুড় হয়ে পড়ুন, আমি ঘাড়ে কিলুবো এখন!

বিরাগ। মশাই রোগ হ'লে আমি বড় কামড়াই!

চিৎ-কু। আমি মুখ চেপে ধ'রবো এখন!

বিরাগ। এই হ'ল রোগ!

চিৎ-কু। এই ধরলুম ঘাড় চেপে!

বিরাগ। হুঁ—হুঁ—হুঁ—

চিৎ-কু। আছাড় খেয়ে পড়ুন, আছাড় খেড়ে পড়ুন! খান, খান! আমি দুই কিলে রোগ সেরে দিব।

বিরাগ। সত্যি মশাই আমার বাইয়ের রোগ আছে, মাথা গরম হচ্চে!

চিৎ-কু। তা হ'ক না, আসুন, আসুন! চন্নামেত্তর মাথায় থাবড়ে দেব।

বিরাগ। আর ছাড়ুন না মশাই, বাসায় যাই, এই দেখুন আমার চোক লাল হচ্চে!

চিৎ-কু। তবে আসুন, আসুন, শিগগির আসুন! চন্নামেত্তর খাবেন আসুন।

বিরাগ। তোমার জোর নাকি?

চিৎ-কু। হ্যাঁ।

বিরাগ। আমি এখানে এই বস্লুম্।

চিৎ-কু। আমিও বস্লুম্।

(শিখার প্রবেশ)

শিখা। কৈ এখন তো চিৎদাদা ফেরেনি!

গীত।

আকুল হয়ে ফুল ফুটেছে ভরে না তায় মন—
ফুলের চেয়ে হাসি মাখা দেখতে দুনয়ন।
কে জানে সাধ করে কেমন!
অলি গুঞ্জরে, শুনে প্রাণ কেমন করে,
কে জানে কার স্বরে তার বাজে অন্তরে,
কি করি বুঝতে নারি ঘুরি কার তরে,

কে জানে কেন এমন মন হয়েছে অন্যমন—
মন তো আমার ছিলনা এমন !

বিরাগ। মশাই, মশাই এ কন্যাটী কে ?

চিৎ-কু। আর আপনার কাছে বসে কি কর'ব ! আমি চল্লুম ! আপনিত ঠাকুর দর্শন করবেন না ?

বিরাগ। এলেম, ঠাকুর দর্শন কর'ব না ? বলুন না ?

চিৎ-কু। ছাড়ুন মশাই ! আমি বাসায় চল্লেম, আমার মির্‌গী রোগ আছে।

বিরাগ। মশাই ঠাট্টা কচ্ছেন কেন ? বিদেশী লোক, একটা কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি বল্লেনই বা ?

চিৎ-কু। আপনি ঠাট্টা কচ্ছিলেন কেন ? বিদেশী লোক, আপনার পরিচয় দিতেনই বা ! ছাড়ুন, আমার মৃগী রোগ চেপে আস্‌ছে, আমি কামড়াব !

বিরাগ। তা কামড়ান কামড়াবেন !

চিৎ-কু। আমার বাই রোগ আছে, আমি বাসায় চল্লুম, এই দেখুন আমার চক্ষু লাল হয়ে আস্‌ছে !

বিরাগ। মশাই আমার মিনতি রাখুন, বলুন !

চিৎ-কু। এই আমি উঠে দাঁড়ালুম !

বিরাগ। আচ্ছা একটা কথা বলুন, উনি কি কুমারী ?

চিৎ-কু। ওকে গিয়েই কেন জিজ্ঞাসা করুন না ?

বিরাগ। ওখানে যাব ?

চিৎ-কু। সে আপনার খুসী ! বাসায় যেতে পারেন, মৃগী রোগে লুটোপুটী খেতে পারেন, বাই রোগে চোক লাল কত্তে পারেন,

ছাই মাখতে পারেন, নাচতে পারেন, কাঁদতে পারেন, যা খুসী তা ক'ত্তে পারেন!

বিরাগ। যাই, যা থাকে অদৃষ্টে! রাজ্য ছেড়ে বেরিয়েছি সুন্দর জিনিষ দেখবো বলে, সুন্দর কথা শুনবো বলে, তবে এ সুন্দরীর কাছে যেতে কেন ভয় কচ্ছি!

শিখা। মরি কি মাধুরী, একি কি চাতুরী, নারীধরা রূপ ফাঁদ!
সাধের লহর, উথলে অন্তর, না মানে লাজের বাঁধ।
কি রাগ নয়নে, কে দেছে যতনে, হেরিয়ে ফেরে না আঁখি!
চোকে চোকে রাখি,চোখে চোখে থাকি,না পালায় দিয়ে ফাঁকি!
হৃদয়ের হার, এ রতন কার, কোন বিরহিনী হারা!
হৃদিনিধি বিনে, কার নিশি দিনে, না শুখায় আঁখি ধারা।
মনবিমোহনে, কিনিব কি পণে, কে নাহি যতন করে।
কে আছে মোহিনী, কি জানে মোহিনী,মোহিনী-মোহনে ধরে!

বিরাগ। এত দিনে আমার গর্ব্ব খর্ব্ব হলো! বিদেশে এসে পরের পায়ে প্রাণ রেখে গেলেম! একি কোন মায়া, না এ পুণ্যভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী! মানবী কি এত সুন্দরী হয়!

চিং-কু। (জনান্তিকে শিখার প্রতি) হ্যাঁরে তুই কথা কবি, না বিমলাকে ডাকবো? অমনি কাঠের পুতুল দাঁড়িয়ে আছিস যে!

শিখা। ছি ছি ছি কি কচ্ছি!

চিং-কু। মশাই এখানে দাঁড়াবেন না বাসায় যাবেন? মিরগী হ'ল না কি? দাঁতি লেগেছে? (শিখার প্রতি) তুই যা।

শিখা। যাই।

[শিখার প্রস্থান।

বিরাগ। আহা কি বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি! নিরাশ-সাগরে ভাসলেম! আর কি কখন দেখা পাব!

চিৎ-কু। মশাই দাঁতি লেগেছে?

বিরাগ। মশাই বিদেশীর একটি মিনতি রাখুন! এ কন্যাটী কে পরিচয় দিন?

চিৎ-কু। মশাই দেশীর একটি মিনতি রাখুন! আপনি কে পরিচয় দিন? চুপ করে রইলেন কেন?

বিরাগ। আর শুনেই বা কি কর্ব্বো! যাই।

চিৎ-কু। এত ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি আপনার বন্ধু, আপনি আমার প্রাণদাতা! আপনা হতেই আমি সাপের মুখ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি। ঐ স্ত্রীলোকটীর পরিচয় চান?

[illegible] যদি অনুগ্রহ ক'রে বলেন।

[illegible]। উটি আমার ভগ্নী।

বি[illegible]। আপনি কে?

চি[illegible]কু। আমি পাণ্ডা।

[illegible]াগ। ব্রাহ্মণ?

[illegible]-কু। আমি ব্রাহ্মণ। উটি আমার মা'র পালিতা কন্যা—ক্ষত্রিয় [illegible]ংশোদ্ভবা।

[illegible]গ। আপনি পাণ্ডা বলে আমার বোধ হ'চ্চে না। ওঁকেও আমার সামান্য বলে অনুভব হয় না! আপনার ছলনার কারণ কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি, যাই হোক আমি চল্লেম।

চিৎ-কু। পুকুরের নীচে?

বিরাগ। যেথায় হয়, যমালয়ে যেতেও আমি কুণ্ঠিত নই।

[প্রস্থান।

চিং-কু। আচ্ছা যাও, ঘুরে ফিরে আবার এখানে আস্‌তে হচ্চে !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—oo—

সরোবর।

(ফক্‌রের মার প্রবেশ।)

ফক্‌রের মা। ছোঁড়া গুলো মরে না ! দিনের বেলা কি বেরুবার যো আছে ! আমি বেরুলে সব গায়ে ধূলো দেয় ! একবার রাণী হতে পাত্তুম, তা হ'লে হেটে কাঁটা ওপরে কাঁটা দে ছেলেগুলোকে এক গাড়ে গাড়তুম ! যাই, এই বারে কুড়িয়ে নিয়ে যাই।

(সরোবর হইতে বারির উত্থান।)

গীত।

নীল গগণে চাঁদ ভেসে যায় চাঁদ সরোবরে,
গোপনে যতনে চাঁদ রেখেছি ঘরে। যে
হৃদয়-শশী নয় তো সে তো কার,
তার নাইক তারার হার,
আমি তায় বলি আমার, সে বলে আমার,
বিরলে কেউ দেখে না দেখি তায় নয়ন ভরে,
যেন দেখেনা পরে রেখেছি তাই আদরে ধরে।

(সৌরভকুমারের প্রবেশ।)

সৌরভ। আহা! মরি মরি! জলের ওপর কে ও! কে তুমি, কে তুমি? এস প্রাণেশ্বরি এস! আমার প্রাণ রাখ! ঐ যা কোথায় গেল! এই ছিল, এই নেই! এই ছিল এই নেই!

(দূতদ্বয়ের প্রবেশ।)

প্র-দূত। যুবরাজ! মহারাজ আপনার অপেক্ষা কচ্চেন।

সৌরভ। এই ছিল এই নেই!

দ্বি-দূত। একি হ'ল! যুবরাজ উন্মত্ত হলেন না কি?

সৌরভ। এই ছিল এই নেই!

প্র-দূত। চল আমরা মহারাজকে সংবাদ দিই।

দ্বি-দূত। সে কি! উন্মত্ত অবস্থায় একলা কোথায় রেখে যাবে? নিয়ে যাই চল।

সৌরভ। এই ছিল এই নেই!

[সৌরভকে লইয়া দূতগণের প্রস্থান।

(সরোবর হইতে বাহার ও বারির উত্থান।)

উভয়ে　　গীত।

সরোবর সাজিয়েছে বাসর,
দোলে ঐ ফুলের মালা সৌরভে বিভোর।
তালে তালে দোলে পাতা ভ্রমর গেয়ে যায়,
সোহাগে সলিল দোলে তারা হেসে চায়,
মেখে ফুলের রেণু মলয় লাগে গায়,
আদরে আকুল কানন আদরে বিলাও আদর,
যামিনী প্রমোদিনী প্রেমিকের জানে কদর।

বাহার। কৈ বিরাগ এখন আস্‌ছে না কেন ?

বারি। চল’না, আমরা এগিয়ে একটু দেখি।

বাহার। না, না, বোঝ না কোন বিপদ হতে পারে !

বারি। রাত্তিরে কে আর দেখবে ?

বাহার। ঐ বিরাগ আস্‌ছে,

(বিরাগের প্রবেশ।)

কেন হে বিরাগ তোমায় অমন দেখছি কেন ? কিছু ক্লান্ত হয়েছ ?

বারি। ক্লান্ত কেন হবে ? সহরে গিয়েছে, কত নব নাগরী দেখে এসেছে, প্রেমে গদ গদ হয়েছে দেখ্‌তে পাচ্চ না ? সত্যি বল ?

বিরাগ। সত্যি না ? আমিও এক পুকুরের নীচে সেঁদিয়েছিলেম ; সেখানেও দেখি দিব্যি বাড়ী ঘর, তোমার মত একটী সুন্দরী ! আংটী বদল করে বে কল্লুম।

বারি। পুকুরের নীচে সুন্দরী কি তোমার মনে ধরে ! সে তোমার বন্ধুর মতন ক্লোকার পছন্দ। তোমার চাই রসে ডগমগ ! কান মলে দেয়, ছুটো গালে ঠোনা মারে !

বিরাগ। কানমলতে কি আর জলের নীচে যাঁরা থাকেন্ তাঁরা জানেন না ?—না ঠোনা মারতে শেখেন নি ?

বারি। সত্যি জানিনি, কৈ কান এগিয়ে দাও দেখি !

বিরাগ। যাও যাও, সরে যাও, একজনের কান মলে বুঝি সাধ মেটেনি ?

বারি। না।

বিরাগ। না ত না ! সরে দাঁড়াও। তোর যেমন কীর্ত্তি, পুকুরের নীচে খাওারনীর সঙ্গে যুটলি !

বারি। এই বুঝি তোমার পছন্দ ? গালাগাল দিচ্ছ !

বিরাগ। তুমি কান ধরতে আসছো আর আমি কথা একটা বল্তে পারিনি!

বারি। তা বেশ করেছেন, আসুন!

বিরাগ। ভাই বাহার! তোরা যা, আমি তোদের দেশে যাই। মহারাজকে গে খবর দিই, লোকজন নিয়ে এসে তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাব।

বারি। কেমন? বলেছিলুম! ও কার সঙ্গে প্রেম করে এসেছে, না হয় তো কি বলেছি! ও তোমার কাছে থাক্‌বে? ওঁর প্রণয়িনী অপেক্ষা করে রয়েছে!

বাহার। হ্যাঁরে সত্যি? দেখি দেখি! সত্যি আংটী বদল করেছিস্?

বিরাগ। সত্যি না?—ঠাকরুন বলছেন! তবে আংটীটা হারিয়ে ফেলেছি।

বাহার। তুমি এমনি প্রেমিক পুরুষই বটে!

বিরাগ। তা তোরা যা, আমি চল্লুম।

বারি। তা আর না! নিয়ে এস, তোমার বন্ধুকে ধরে নিয়ে এস।

বাহার। চল্ চল্—যেতে হয় কাল সকাল বেলা যাস।

বিরাগ। নাহে না বোঝ না! বিদেশ বিভূঁই!—কোন বিপদ হতে পারে! উনি বাগ পেলেই তো হট্ হট্ করে ওপরে উঠে আসবেন?

বারি। না মশাই না! আপনি আসুন, আপনার চোখে চোখে থাকবো! একবার চোকের আড় হব না, তা হলে তো মন উঠবে?

বিরাগ। চলুন, ধরেছেন তাত ছাড়বেন না! আপনার জেতে তা শেখেনি!

বারি। গীত।

থাকব সদাই চোখে চোখে যাব না স'রে।
যদি তায় মন না ওঠে রাখব না ধরে।
মন যোগাব মনের মতন হয়েত রব,
হেসে বসে মনযোগানে কথা তো কব,
ভাল মন্দ বল যদি তাও ছুটো সব,—
আঁচলে মুখ মোছাব তাতে যদি মন ভরে।
রাগ করোনা এস হে ঘরে।

বিরাগ। ঠাকরুণ নাচ রাখুন, এখন চলুন!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন।

(শিখা ও সখীগণ প্রবেশ।)

গীত।

কে জানে কে এ বিদিশী,
কথা ত কয়না বেশী, চায়না সে মেশামিশি।
মুখ তোলেনা থাকে গুমোরে,
দেয় না ধরা পালিয়ে যায় স'রে,
ধর্ত্তে তারে কে পারে জোরে, ঘেঁসতে ভয় করে,

পাছে সে পরায় ফাঁসি ফাঁসি না পরে ;
কার ভাবে একলা বসে বিভোর সে দিবানিশি ।

বিমলা । শিখা, তুই কখন পারবিনি ! সে তোরে কিছুতে পরিচয় দেবে না । আর যদি পরিচয়ও দেয়, অতিথ্ ক'ত্তে তারে কিছুতেই পার্ব্বিনি ।

শিখা । তুই তো বাজী রেখেছিস্ ? দেখিয়ে দে পারি কি না !

বিমলা । ঐ আস্‌ছে ।

শিখা । এতো সেই বিদেশী ।

(বিরাগের প্রবেশ ।)

বিরাগ । লোকটা আমার সঙ্গে ছল করেছে, এখানে পথ কোথা !

বিমলা । যা যা, দাঁড়িয়ে রইলি যে ?

শিখা । (স্বগতঃ) পার্ব্বো কি ? দেখি, বেড়ী পরেছি না পরতে আছি ! এক দিন দুটো কথা কই । (বিরাগের প্রতি) ও মশাই, মশাই আসুন না ! কি খুঁজছেন কি ?

বিরাগ । আহা, সেই মোহিনীমূর্ত্তি !

শিখা । কি, আপনি পাগল না কি ? ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছেন যে ?

বিরাগ । আমি কেন, আপনাকে দেখে অনেকেই পাগল হয় !

শিখা । সত্যি নাকি ? তবে আসুন চলে ।

বিরাগ । কোথায় পথ বলে দিতে পারেন ?

শিখা । কোথায় যাবেন ?

বিরাগ । বনের বাইরে ।

শিখা । ঐ আশমান দে উড়ে যান ।

বিরাগ। আপনি উড়তে জানেন, আমি তো উড়তে জানিনি।

শিখা। আহা উড়তে জানেন না! তবে মাটীর নীচে সুড়ঙ্গ ক'রে বেরিয়ে যান! আর তা না পারেন, এক দৌড়ে এই গাছতলা-টীতে গিয়ে চোখ বুজে বসুন, দুটো ময়ূর আছে আপনাকে কাঁধে করে বনের বাইরে রেখে আসবে!

বিরাগ। সুন্দরি! আমার সঙ্গে ছলনা কচ্ছেন কেন?

শিখা। কেন মশাই! ছলনা কি? ঐ গাছতলায় চোখ বুজিয়ে গিয়ে বসুন, ময়ূরে না উড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন ব'লবেন!

বিরাগ। আমি তো আর পাগল নই।

শিখা। মশাই ত বড় মিছে কথা কন্! এই না বল্লেন আমায় দেখে পাগল হয়েছেন?

বিরাগ। আপনাকে কাল একবার শান্তিনাথের আশ্রমে দেখে-ছিলেম, আবার যে অদৃষ্ট প্রসন্ন হবে, আপনার দেখা পাব, এ কখনই ভাবিনি। আপনি কে?

শিখা। আপনি কে?

বিরাগ। আমি বিদেশী।

শিখা। আমি বনবাসী।

বিরাগ। আচ্ছা আপনি যে হ'ন, আমাকে অনুগ্রহ করে পথ দেখিয়ে দিন।

শিখা। ঐটী মশাই আমি পার্ব্বো না, আমার সখীর অনুমতি নইলে পার্ব্বো না। তবে বলি শুনুন—আমার সখী পণ করেছেন যে এই বনে নিত্য একটী অতিথ সেবা না করে জলগ্রহণ কর্ব্বেন না; যদি ভাগ্যক্রমে এসেছেন, কৃপা করে তাঁরে চরিতার্থ করুন।

বিরাগ। আপনার সখী কে?

শিখা। এ দেশের রাজকুমারী।

বিরাগ। এ নিয়ম করেছেন কেন ?

শিখা। আপনি কাল সহরে গিয়েছেন, কিছু শোনেন নি ?

বিরাগ। না।

শিখা। মহারাজের পণ ছিল, যে অজগর সাপ মেরে তাঁরে মাণিক দেখাতে পারবে তার সঙ্গে মেয়ের বে দেবেন। সাপ মারা গিয়েছে কিন্তু কেউ মাণিক নিয়ে এসে উপস্থিত হয়নি। একজন দৈবজ্ঞ বলে দিয়েছে যে এই বনে অতিথ সেবা কল্লে তাঁর দেখা পাবে। শুনলেন তো মশাই, এখন কৃপা করে আস্থন !

বিরাগ। আপনার সখি কোথায় ?

শিখা। ওলো আয়লো আয়, বিদেশী তোরে ডাক্‌ছে।

বিমলা। আমার এমন কি ভাগ্যি হবে, বিদেশী আমায় ডাকবে ! কিহে বিদেশী ! আমায় কি তোমার মনে ধর্ব্বে ?

বিরাগ। (স্বগতঃ) এরা কারা ! পুরুষ দেখে একটু সমিহ করে না দেখতে পাই ! (বিমলার প্রতি) তোমার মনে ধর্ব্বে ?

বিমলা। তবে আর এত সাধাসাধি কচ্চি কেন বল ?

বিরাগ। আমার মনে না ধল্লে এখানে আসি ?

বিমলা। তা তোমার কাকে পছন্দ বল ?

বিরাগ। তোমায়।

বিমলা। আর একে ?

বিরাগ। কি বলবো ব'লে দাও ?

শিখা। তুমি বুঝি শেখা'কথা বল্‌বে ? বল যা হয়, আমায় পছন্দ কি না বল ?

বিরাগ। না।

শিখা। না?—তবে রাগ করে তোমার কাছে আমি বল্লুম।

বিরাগ। আমার সঙ্গে এত রঙ্গরসটা হচ্চে কেন?

বিমলা। তুমি না বল্লে তোমার পছন্দ হয়েছে? মনের মানুষ পেয়েছি তাই রঙ্গরস কচ্ছি!

বিরাগ। মনের মানুষ কি আজ আমায়ই পেলে?

বিমলা। না, আর গুটী পাঁচ ছয় পেয়েছিলুম! তোমার পছন্দসই কখন কারুকে পেয়েছ?

শিখা। একটী পেয়েছিলেন, কে বলব?—এই আমায়।

বিমলা। না, তোরে তো পছন্দ নয় বল্লে!

শিখা। বল্লে তোর মুখ রেখে—তুই গায়ে পড়া হয়েছিস, কি করে বল?

বিমলা। আমার মুখ রেখে? কৈ নিয়ে চল দেখি ওকে?

শিখা। তুই নিয়ে চল দিকি?

বিমলা। এখনি! এসতো হ্যা! (বিরাগের হস্ত ধারণ)

শিখা। বিমলা বিমলা! কি কচ্ছিস্ কি কচ্ছিস্?

বিমলা। হাত ধরে টানাটানি কচ্চি দেখতে পাচ্ছিসনি?

শিখা। ছি ছি অমন করিসনি! বিদেশী পুরুষ কি করিস!

বিমলা। হলই বা বিদেশী পুরুষ!—আমার প্রাণসখা আর আমি ওর প্রাণসখী! না হ্যা?

বিরাগ। আর বনে বসে হলুম বৈকি! যখন হাত ধরে টানছো!

শিখা। তুই যা জানিস কর ভাই, আমি চল্লেম।

বিরাগ। যাবেন না যাবেন না, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো।

শিখা। না, আপনার সঙ্গে আমার কথা কি!

(প্রস্থান।)

বিরাগ। উনি চলে গেলেন কেন?

বিমলা। তুমি আমার হাত ধরে টানাটানি ক'চ্ছ বলে।

বিরাগ। ছি কি কথা বলছ! তুমিইতো আমার হাত ধল্লে! বোধ হয় আমায় কুচরিত্র বিবেচনা করে চলে গেল। তা তুমি অনুগ্রহ করে বোলো, আমি কুচরিত্র নই।

বিমলা। সে কথা তুমি বোলো, আমি পার্ব্বো না।

বিরাগ। আমি আর ওঁর দেখা কোথা পাব?

বিমলা। সে আমি দেখা করিয়ে দিচ্চি, তুমি এস।

বিরাগ। আচ্ছা চল। তোমরা যেই হও, স্থির জেন আমি বাচাল বা নিচাশয় নই। আমি পথ ভুলে এসেছিলুম তোমরা এখানে থাক্‌বে তা আমি জানতুম না।

বিমলা। ঠিক জানতে! পথ ভুলে এমন মেয়েমানুষের দলে তোমার মতন অনেকে এসে!

বিরাগ। তুমি কদাচ মনে ক'রো না। তবে এক কথা তোমাকে বলি—আমি কাল দেবালয়ে ওঁকে দেখেছিলুম। অলৌকিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়েছি তার আর সন্দেহ নাই! ওঁর রূপ দেখলে দেবতারাও মুগ্ধ হয়! উনি কোন বংশোদ্ভবা, আর কুমারী কি না আমার জানবার ইচ্ছা ছিল।

বিমলা। কেন, তোমার এত সক পড়্‌লো কেন? বল্‌ছো কুচরিত্র না! তুমি একজন যে সে লোক—পথে পথে ঘুরে বেড়াও, আর উনি উচ্চ বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় কুমারী। উনি কুমারী কিনা, ওঁকে দেখে মুগ্ধ হয়েছ, এ কি কথা বল দিকি?
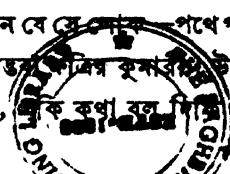
বিরাগ। তুমি যে হও, স্থির জেন, নীচ লোকে কখন এ রত্নের আকিঞ্চন করে না।

বিমলা। আচ্ছা, কি বলবে চল।

বিরাগ। তুমিই বোলো।

বিমলা। আমি তো বলেছি, আমি পার্ব্বনা।

বিরাগ। তবে চল।

সখীগণ গীত।

আছে যার নয়ন,
রূপে যদি না ভোলে তার মন,
না জানি নয়ন তার কেমন।
ধীরে ধীরে নয়নে পশে,
রূপ হৃদয়ে বসে,
গুমোর যায় ভেসে,
রূপে মন রসে,
জোর চলেনা বুঝ মানেনা, সাধে মন পরে বাঁধন।
নয়তো পরে কে করে যতন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

(বারির প্রবেশ।)

বারি। গীত।

যতনে গাঁথবো কুসুম হার,
দেখবো ফুলে আছে কি বাহার!
দেখবো খুঁজে কোথায় ফোটে ফুল,
করে সৌরভে আকুল,
সৌরভে কে হবে সমতুল,
গুমোর বুঝবো লো বকুল!
দেখবো কুসুম অধর হেরে মানে কি না মানে হার।
দেখবো কোথায় ফোটে কলি আঁখি দুটীর মতন তার।

(ফকৃরের মার প্রবেশ।)

ফক্-মা। ওরে বনঝি রে! তোরে কত দিন দেখিনি রে! সাপের দৌরাত্তিতে বনে আসতে পারিনি রে!

বারি। আহা কেও! আছাড় পেছাড় খেয়ে কাঁদছে কেন? কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি।

ফক্-মা। ওরে আর তোকে কি দেখ্‌তে পাব রে! বাছারে কোথা গেলি রে!

বারি। আহা! মাগীর বুঝি কেউ মারা গিয়েছে! কাছে যাই, জিজ্ঞাসা করি। এখন আর কে আছে! তুমি কে গা?

ফক্-মা। ওমা আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, মা ! আমার একটী বনঝি ছিল, এই বনে থাকতো, কাঠ কুড়িয়ে খেতো, সেটাকে সাপে ছুবলে মেরেছে। বদ্দিতে বল্লে সাপের মাথার মাণিক ছোঁয়ালে বাঁচে। তা কোথা পাব মা ! ওরে বনঝিরে তোরে বাঁচাতে পাল্লুম না রে !

ঝারি। তোমার বনঝি কোথা ?

ফক্-মা। কুঁড়ের ভেতর কাপড় চাপা দে ফেলে রেখেছি।

ঝারি। মাণিক ছোঁয়ালে বাঁচে ?

ফক্-মা। রোজায় তো বলে গেছে মা !

ঝারি। আচ্ছা তুমি এক কায কর, তোমার বনঝিকে নিয়েসে ঘাটে রেখে যেও, আমি একজন লোক জানি তার কাছে মাণিক আছে।

ফক্-মা। মা ! কতলোক মাণিক নিয়ে এল, সে মাণিক কি পাওয়া যায় ! ছদিন বাসী মড়া করে রেখেছি, তিন দিন রাখবো ! ভুত হয়ে কি ঘাড় ভাংবে ! আহা বনঝিরে ! বনে কেন এসে-ছিলি রে ! আহা বাছারে ! তা হলে তো তোকে সাপে খেতো না রে !

ঝারি। ওগো বাছা ! সত্যি মাণিক আছে। তুমি কেঁদো না, এই দেখ আমার হাতেই আছে।

ফক্-মা। পোড়া বিধেতা কি চোখ রেখেছে মা, যে দেখবো ! হাতে পেলে বুঝতে পারি, রোজা আমায় এক পরখ বলে দিয়েছে।

ঝারি। এই দেখ !

ফক্-মা। এই গোবরের ওপর দাও। ওরে শিগ্‌গির আয় শিগ্‌গির আয় ! ওষুধ পেয়েছি, ধর ধর !

(রাজা ও রাজদূতদ্বয়ের প্রবেশ)

বারি। কি সর্ব্বনাশ কল্লেম! মহারাজ আমায় পুরুষে না স্পর্শ করে! আমি ব্রত করেছি, সেই ব্রতর ফলে সাপ মেরেছি। যদি ব্রত ভঙ্গ হয়, একটা সাপ দশটা হয়ে বাঁচবে! আমায় কোথায় যেতে হবে বলুন, আমি যাচ্ছি।

রাজা। মা, তোমার কোন ভয় নেই! তুমি আমার কুললক্ষ্মী! তুমি রাজপুত্রবধূ হবে।

বারি। মহারাজ, আমার সৌভাগ্য!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

লতাকুঞ্জ।

(বিরাগ ও শিখার প্রবেশ।)

বিরাগ। মাণিক রেখে সাপ চলে গেল; আমি গাছ থেকে নেবে, বন থেকে গোময় নিয়ে মাণিক আবরণ কল্লুম; সাপ মাণিকের শোকে প্রাণ ত্যাগ কল্লে; প্রাতে একটী সরোবরে গোময় ধুচ্চি, অকস্মাৎ জলের মাঝখানে একটী পথ হলো, একটী অট্টালিকা দূরে দেখ্‌তে পেলেম; অট্টালিকার ভেতর দেখি জন শূন্য!

শিখা। আপনার বন্ধুও গেলেন?

বিরাগ। হ্যাঁ, আমরা উভয়েই গেলেম।

শিখা। তিনিও কি রাজকুমার?

বিরাগ। হাঁ।

শিখা। তার পর?

বিরাগ। একটী ঘরে একটি পালঙ্কের উপর পরমা সুন্দরী একটী কন্যা শুয়ে আছে দেখলেম; তাঁর পরিচয় শুনলেম, তিনি রাজকুমারী—তাঁর সপরিবার সর্পে নাশ করেছে; কোন এক ঔষধ প্রভাবে সর্প তাঁরে স্পর্শ কত্তে পারেনি।

শিখা। সাপ জলের নীচে যেত কি করে?

বিরাগ। তার মাথার সেই মণির গুণে।

শিখা। জলের নীচে বাড়ী কে কল্লে? আর সেখানে মানুষই বা কি করে বেঁচে রইল?

বিরাগ। সেখানে কোন এক যোগী বাস কত্তেন; তাঁর যোগবলে সে স্থান আলোকময়; আর উপরে যেমন পবন ব'চ্ছে সেখানেও সেইরূপ বয়।

শিখা। আশ্চর্য্য কথা! তার পর?

বিরাগ। আমার বন্ধুর সঙ্গে কন্যার বিবাহ হলো।

শিখা। আপনিও তো আমাদের সব কথা শুনেছেন, আপনার যে রূপ অভিপ্রায় করুন। নিবেদন তো করেছি—যদি আপনি প্রকাশ হয়ে না বলেন যে আপনি সাপ মেরেছেন, তা হ'লে রাজকুমারীকে ধাঙড়েরা নিয়ে যাবে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি কোন কথা বল'ব না। আপনিও ক্ষত্রিয় রাজ-কুমার, আপনার উচিৎ রাজার জাত রক্ষা করা; আর রাজ-কুমারীও আপনার সম্পূর্ণ অনুরাগিনী, তা তো বুঝলেন?

বিরাগ। না, আমি ব্যঙ্গই বুঝেছিলেম, তাঁর বাচালতা বিবেচনা হয়েছিল। আর সত্যই যদি তিনি আমার অনুরাগিণী হন, আমার উপায় নাই!

শিখা। কেন?

বিরাগ। অপনার কাছে আমি কোন কথা গোপন কর্ব্বো না; আমি যে মুহূর্ত্তে আপনাকে দেখেছি সেই মুহূর্ত্তেই মন বিলিয়েছি! আমার পণ এই—আমার বন্ধুকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে সংসার ত্যাগ কর্ব্বো!

শিখা। আমায় কি তুমি ভালবাস?

বিরাগ। কি বলবো! কি বলে তোমায় জানাব?

শিখা। তবে কেন রাজকুমারীকে বে কর’না? আমি রাজকুমারীর সখী, তোমার কাছে কাছেই থাকবো।

বিরাগ। তুমি কি বলছো? যাকে বিবাহ কর্ব্বো, যার সমস্ত ভার নেব পণ কর্ব্বো, তার সঙ্গে ছল কর্ব্বো? তোমায় দেখবার আশায়ও নয়!

শিখা। আচ্ছা, আমি যদি রাজকুমারী হতেম, আর রাজকুমারী যদি আমার সখী হতো, তা হলে কি কর্ত্তে?

বিরাগ। তুমি কি বলছো? তোমার কথা আমি বুঝতে পাচ্ছিনি।

শিখা। আর কথা কি বুঝবে? তুমি না বল্লে সংসার ত্যাগ কর্ব্বে? তা বেশ! চল, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

বিরাগ। তুমি কেন সংসার ত্যাগ কর্ব্বে?

শিখা। কেন? আমার তোমার উপর মন! একে তো রাজকুমারী নই, তাতে আমার সখীর পথের কাঁটা হতে পার্ব্ব না; আর যখন তোমায় মন দিয়েছি, আর কাকে বে ক’র্ব্বো বল?

বিরাগ। তুমি কি বলছো? আমায় উন্মাদ কচ্ছো কেন? তুমি কি আমায় ভালবাস?

শিখা। কতবার বল’ব বল?

বিরাগ। সুন্দরি, তুমি আমার মনের আগুন জ্বালিও না! যদি ভালবাসতে, আমার হ'তে!

শিখা। চুপ কর, চুপ কর! আমার সখী এ কথা শুনলে মূর্চ্ছা যাবে।

(বিমলা ও সখীগণের প্রবেশ।)

বিমলা। যাবইত! এই মূর্চ্ছা যেতে এসেছি! শিখা তুই কোল পেতে ব'স, টিপ করে পড়লে আমার গায়ে লাগ্‌বে! আর সখি তোরা নাগরকে ধর!

শিখা। ও বিদেশি বিদেশি! কাছে এস, রাজকুমারীকে ধর! পালাবে কোথা? যেতে পাবে না। নারী বধ ক'ত্তে চাও?— তা হবে না! দাঁড়াও আমি শান্ত্রী ধরিয়ে দেব!

বিরাগ। এ কি রহস্য!

বিমলা। তবে তুমি আমায় মিছে কথা বলেছিলে? তোমার আমায় মনে ধরে না? আমি শুধু শুধু মূর্চ্ছা গেলেম! আচ্ছা, দেখছি তুমি কেমন পালাও! হত' লো শিখা, ফুস্‌মন্তরের চোটে রাজ-কুমারী হ'ত!

শিখা। গীত।

কুহুক তুমি জান তো কত,
শিখিয়ে দাও শিখে যদি হই তোমার মনের মত।
সাধেকি কাননে আসি, পিপাসী তাই কাননবাসী,
রাজকুমারী নয়তো বেশী, হয়েছি দাসী;
আমি সাধে উদাসী—আমি সাধেতে ভাসি,

কহিব কত ওঠে সাধ যত।
তোমায় যত দেখি সাধ বাড়ে তত।

বিরাগ। সুন্দরি! সুন্দরি! আর রহস্য করো না! কে তুমি বল?

শিখা। মালা পর!

বিরাগ। প্রাণেশ্বরি!

দ্বি-সখী। বিমলা, বাজিটা কে জিতলে?

বিমলা। প্রত্যক্ষ দেখনা!

সখীগণ। গীত।

মদনের মোহন বাজী বাজীর এমনি জোর,
এ সখের বাজী শিখতে গেলে লাগে সখের ঘোর।
এ বাজী চলে লো দিন রাত,
কেউ হারে না কেউ জেতে না হয় না বাজী মাৎ,
এ ভেল্কি বাজী ভেল্কি হাতে হাত,
কি কলে ভেল্কি চলে বল্‌বে কেলো হয় বিভোর,
দেখ্‌লে এ ভেলকী বাজী ভেলকিতে ভাসে গুমোর।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গ্রাম্য পথ।

(চিৎকুমার ও বিরাগ।)

চিৎ-কু। ফক্‌রের মা অর্দ্ধেক রাজ্য চায় আর বলে যে তার ছেলে সাপ মেরেছে। মাণিক দেখাবে, তার ছেলের সঙ্গে রাজকুমারীর বে দিতে হবে।

বিরাগ। তার ছেলে কে ?

চিৎ-কু। সে একটা পাগল্! মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়। মাস কতক কোথায় থাকে, ঠাণ্ডা হ'লে বাড়ীতে আসে। সে যদি এসে পড়ে, তা হলেই সর্ব্বনাশ! ঐ সেই ফক্‌রে! বোধ হয় মার কাছে যাচ্ছে।

(ফক্‌রের প্রবেশ)

ফক্‌রে। তোড়া কে ?

বিরাগ। তোড়া কে ?

ফক্‌রে। আমড়া ফক্‌ড়েড় মায়েড় ফক্‌ড়ে!

বিরাগ। আমড়াও ফকড়েড় মায়েড় ফক্‌ড়ে।

ফক্‌রে। ফক্‌ড়েড় মায়েড় ফক্‌ড়ে হতে লাড়বি! এমনি কড়ে গান গাইত্তে পাড়বি? লাচ্‌তে পাড়বি ?

গীত।

ডুল্ খেয়ে ঝুল্ খেয়ে চাপি, মাচঙেড় উপ্ড়োয়,
হাঁপ ছেরে গে ছাঁয়ে বসি হাওয়া ঝুড়্ঝুড়োয়।
ফেড়্ ঝাঁপি, ফেড় চাপি, থাবা থাবা ভাত ঠেসে দে
ফকৃড়েড়্ মা পেট পূড়োয়॥

বিরাগ। তা ফকৃড়ে হতে শেখাবি?

ফকৃরে। তোড়া শিখ্বি? লাচ দড়জায় ধুপ্ ধুপ্ কড়ে লাচবি! মা যখন বল্বে ভাত খাবি?—বল্বি হুম! আড় খালি ধুপ্ ধুপ্ লাচবি!

বিরাগ। আড় যদি খিদে না পায় কি কড়বো?

ফকৃরে। ড়াকাড়বিনি। আড়ো সব শেখাবো। তোড়া আয়। আমাড় মায়েড় ঘড়ে আয়!

চিং-কু। তোর মা আর কোথা! তোর মাকে যে রাজা ধরে নিয়ে গিয়েছে। আর তোকে পেলে কান কেটে দেবে!

ফকৃরে। কেনে কেনে?

চিং-কু। শুনিস্ নি, যুবরাজ পাগল হয়েছিল?

ফকৃরে। হ্যাঁ হ্যাঁ! ওগাঁয়ে শুনমু বটে!

চিং-কু। তাই বদ্যিতে বলেছে "ফকৃড়েড় মাঅড় ফকৃড়েকে কেটে তেল কর্ত্তে হবে"। এই রাজা বল্লে "ফকৃরের মা তোর ফকৃরে কোথা?" ফকরের মা বল্লে "বাড়ী নেই"। তাই ধরে নিয়ে গেল।

[illegible]: ফকৃড়েকে তেল কল্পবে কি?

চিৎ-কু। এই মাথাটা কেটে মাথার ঘি বার কর্ব্বে!

ফকৃরে। ও বাপড়ে! ও বাপড়ে! আমড়া তেল হ'তে লাড়বো, আমড়া চল্লুম! আমড়া চল্লুম!

চিৎ-কু। কোথায় যাবি? রাজার লোক ফিরছে, এখনি ধর্ব্বে!

ফকৃরে। তবে কি কড়বো! তবে কি কড়বো?

চিৎ-কু। আমাদের বাড়ী লুকুবি আয়

ফকৃরে। তাই চল্, তাই চল্।

চিৎ-কু। তুই ধুপ ধুপ করে লাচবিনি ত?

ফকৃরে। যদি লাচ পায়?

চিৎ-কু। তা একবার একবার নাচবি!

ফকৃরে। যদি ধড়ে?

চিৎ-কু। সে আমি লুকিয়ে রেখে দেব, আয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(বেদেনীর প্রবেশ)

বেদেনী। গীত।

এনেছি ভাতার ধরা ফাঁদ,
তোরে ধরে দিব সোনার চাঁদ।

যদি কারু হুড়কো থাকে, বলেদি তুকো তাকে,
প্রাণ যারে চায়, তার কাছে হায়,
গুমোর কে রাখে!
গঞ্জনা ভয় পেয়ো না পায়ে ধরে পড়ে কাঁদ।

বেদেনী। বাত হয় ভাল করি! দরদ হয় ভাল করি! দাঁতের প'কা বার করি!

(ফকৃরের মার প্রবেশ)

ফক্-মা। ও বেদে মাগী, শোন না, শোন না! আমর! কাণের মাথা খেয়েচেন! শুন্‌তে পান না!

বেদেনী। কিরে মাগী?

ফক্-মা। মাগী! আমায় মাগী? জানিস্ নে! নচ্ছারনী, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেব! আমি কে জানিস্? অর্দ্ধেক রাজ্যি আমার, রাজার মেয়ে আমার বউ!

বেদেনী। মাগীটে খ্যাপা! বাত হয় ভাল করি! দরদ হয় ভাল করি! দাঁতের প'কা বার করি!

ফক্-মা। ও মাগী! চল্লি কেন চল্লি কেন? একটা ওষুধ দিয়ে যেতে পারিস? আমার যদি ছেলে ভাল হয়, তোরে বখসিস কর্ব্বো। ফকৃরের দুখানা ছেঁড়া কাপড় তুলে রেখেছি, তোরে দেব। আধ কুনকে চাল, পোন পয়সার কড়ি!

বেদেনী। তোর ছেলের দাঁতে প'কা আছে?

ফক্-মা। নারে মাগী না, সে ডাগর ছেলে, একটু খেপাটে!

বেদেনী। নে মাগী, এই শেকড় নে,—দে চাল দে, কাপড় দে, কড়ি দে!

ফক্-মা। তুই শেকড় খানা দিয়ে যা! ফক্‌রে এলেই রাজার মা হব কিনা? অর্দ্ধেক রাজ্যি পাব, মেয়ে ধরে এনেছি শুনিস নি? তেল চুক চুকে করে পীঁড়ে খানি দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসব! রাজার মেয়ে পাণ ছেঁচে এনে দেবে! যদি একটু খিরকিচ থাকে—বল'ব আট গতরের মাথা খাগী! পাণ ছেঁচতে জান না? পালকী করে যাব, বেশ শুকনো নারকেল পাতাগুলি কুড়িয়ে আনবো! আপনি তামাক পোড়াব—কারুর তামাক পোড়া পছন্দ হয় না—যদি ভাল কত্তে পারিস, তোকে এক্ কৌট দেব। দে শেকড় খানা দে!

বেদেনী। খেপা মাগী! বাত হয় ভাল করি! ব্যথা হয় ভাল করি! দাঁতের প'কা বার করি!

ফক্-মা। মর মাগী! উচ্ছন্ন যা! উচ্ছন্ন যা! শ্মশান ঘাটে যা!

(গণৎকার বেশে চিৎকুমার ও জনৈক চেলার প্রবেশ)

চেলা। গীত।

ভোলা চরণ তেরা চাহি,
করুণাকর তুঁহু সাধু বাতাই।
যোহি ফুকারে, পাওয়ে ফণিহারে
ভব পারাবারে তারে—
শিব শঙ্কট বারে;
দীন হীন জন তু নহি বিচারো;
হর হর কাতর নেহার

আশুতোষ তেরা, নাম দোহাই,
ত্রাহি ত্রাহি শিব শিব ভোলা ত্রাহি।

চিৎ-কু। আরে মায়ি! তু তো রাণী হোয়েগী! তেরা লেড়কা ঘরমে চলা আতা হ্যায়। রাজপুত্রকা মাফিক ওস্কা সুরৎ হো গিয়া! আজ রাতকো আয়েগা। তেরা পাশ যো মাণিক হ্যায়, ওইঠো ওস্কো দেনেসে ওস্কা দেওয়ানাগিরি ছোটে গা!

ফক্-মা। আমর পোড়ারমুখো মিনসে! আমার কাছে মাণিক কোথা?

চিৎ-কু। আচ্ছা মায়ী তু বাৎতো শুনলে! ও মাণিকঠো তেরা লেড়কাকো দেনেকা তিন রোজ বাদ ওস্কা বেমার ছোটে গা। ফকির সাচ্ বোলে কি ঝুটা বোলে, আজ রাতকো তেরা লেড়কা আনেসে মালুম হোগা। হামতো বৈদ্যনাথকা ফকির হ্যায়, কুছ্ তোম্‌সে মাঙতা নেই।

[প্রস্থান।

ফক্-মা। অ্যাঁ এ মাণিকের কথা কোত্থেকে এ মিন্‌সে টের পেলে! যদি ফক্‌রে এসে তা হ'লে জানব ঠিক কথা! যাই সন্ধ্যা হল, সাঁজ সলতে জ্বালিগে।

[প্রস্থান।

(ফক্‌রের বেশে বিরাগের প্রবেশ)

বিরাগ। ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্।

(ফক্‌রের মার পুনঃ প্রবেশ)

ফক্-মা। কেরে? বাবা ফক্‌রে এলি? ওরে অমন করে ঘাড় গুঁজে বসে রয়েছিস কেন? ভাত খাবি আয় না! আয় ঘরে আয়!

সন্ন্যাসী মড়া ঠিক বলেছে! আয় আয়, সাত রাজার ধন ম্যাণিক নিবি ?

বিরাগ। হুম্।

ফক্-মা। তবে ঘরে আয়—আস্‌বিনি ? আচ্ছা এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

বিরাগ। ধূপ্ ধূপ্ ধূপ্!

(ফকিরের মার পুনঃ প্রবেশ)

ফক্-মা। এই নে! এই ন্যাকড়া জড়ান গোবরের ঠুলির ভেতর আছে। খবরদার খুলিস্‌নি! কেউ দেখতে পেলে কেড়ে নেবে!

বিরাগ। হুম্।

ফক্-মা। মাণিক হাতে পেয়েই একটু বুঝদার হয়েচে!

বিরাগ। হুম্।

ফক্-মা। সন্ন্যাসী মড়া ঠিক বলেছে! তিন দিন চোখে চোখে রাখ্‌তে হবে! ভাল করে লুকিয়ে রাখতে পার্ব্বি তো ?

বিরাগ। হুম্।

ফক্-মা। ঐ যে বেশ করে কাপড়ে গের দিচ্ছে! ভাল দেখতে পাচ্ছিনি—যেন রঙটা ফরসা ফরসা হয়েছে! সন্ন্যাসী মড়া ঠিক বলেছে!

বিরাগ। ধূপ্ ধূপ্ ধূপ্!

ফক্-মা। ওরে জল থেকে এক রাজকুমারী উঠেছে, দেখবি ? সেখানে সব পাহারা আছে, কেউ বেটাছেলে যেতে পারে না! খালি আমার যাবার হুকুম্ আছে, আর আমি যাকে সঙ্গে

মিই। আর শুনেছি যে রাজকুমারীর সঙ্গে তোর বে হবে, সেও না কি রাজাকে বলে কয়ে আজ যাবে, তুই যাবি? চ'না! তোর কনেকেও দেখ্‌বি!

বিরাগ। হুম্।

কক্‌-মা। তবে আয়!

[বিরাগ ও কক্‌রের মার প্রস্থান।

(ধাঙড়কন্যার প্রবেশ)

গীত।

কেনে বনে এলি, মোর মন ভুলালি,
এখন কেনে এত টালাটালি।
এ তোর বেইমানি, হামি কি আগে জানি,
মিঠি মিঠি তোর বাত কি মানি,
হামি বনের পাখি,
বনে ঘুরি ফিরি বনে থাকি—
হাসলি বসলি কাছে কুল মজালি।
ভাল বুঝে লিব তোর চতুরালি।

(চিৎকুমারের প্রবেশ)

চিৎ-কু। ওরে কোথায় যাচ্ছিস্?

ধা-ক। তুহার রাজার ছেলেটাকে ধরব্‌! এখন বাপকে কিছু বলিনি! হামায় ঝুট ব'লে সাদি কল্লে, আর আমার কাছে এলেনা! কলজা বল্লে, জান বল্লে! কৈত দরদ জানালে!

চিৎ-কু। রাজার ছেলে কেমন করে জানলি?

ধা-ক। হামি চিনেছি! বাগিচের টওলাচ্ছেলু, পোষাকটা চম্‌কাচ্ছিলু, হামি দরয়ানকো পুছলু ও কে আছে? বল্লো রাজার বেটা আছে। রাজার বেটাটা হামাকে দেখে ভাগলু; হামি যেমন করে পারি ধর্ব্বো! নয়তো রাজার কাছে নালিস জানাব!

চিৎ-কু। তোরে সত্যি বে করেছে?

ধা-ক। বিয়ে কল্লু না? পাঁচজনে দেখলু, মালা বদল হলু! আংটীটা দেলু!

চিৎ-কু। সত্যই ত যুবরাজের আংটী! আচ্ছা তুই আমার সঙ্গে আয়। তুই প্রকাশ করিসনি, তা হ'লে রাজার জাত যাবে; তুই রাজকুমারকে পেলেই ত হ'ল?

ধা-ক। পাবত ফুটবু না, আর না পাব ত ঢাক্ পিটবু।

চিৎ-কু। আচ্ছা তুই এখন যা! যদি না পাস ঢাক পিটিস্!

ধা-ক। আচ্ছা চলন্থু, যদি না পাবু তো আসবু!

[প্রস্থান।

(সৌরভ কুমারের গুড়ি মারিয়া প্রবেশ)

সৌরভ। হ্যাঁ হে, হ্যাঁহে! ও বেটী কি বলছিল?

চি-কু। বল্‌ছিল আমার মাথা আর মুণ্ডু! মহারাজের কাছে যাচ্ছিল।

সৌরভ। কেন, কেন?

চিৎ-কু। আর কেন! তোমার হাতের আংটী ওর আঙ্গুলে দেখলুম।

সৌরভ। দেখ, তুমি দিন দু'চ্চার বেটীকে চেপে রাখ! এ বে' টা হ'য়ে গেলেই আমি একদিকে পাড়ি মারি!

চিং-কু। আর ও ভেসে যাবে? গলায় মালা দিয়েছে—চুপি চুপি একটা বাড়ীতে রেখে দাও; রাজারা তো এমন বাঁদীও রাখে!

সৌরভ। সে যা হয় হবে! সে যা হয় হবে! দিন দু'চ্চার চেপে রাখ।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নাট্যশালা।

(শিখা ও সখীগণ।)

সখীগণ। গীত।

এলো বর দেখলো দিগম্বর,
মুচকে হেসে তোর পানে চায় কর্ব্বে নিয়ে ঘর।
দ্যাখলো তোরে ভালবেসেছে,
আপনি দিয়েছে ধরা সেধে এসেছে,
হেঁসে হেঁসে কাছে ঘেঁসেছে—
দেখিস্ যেন অযতনে নাগরমণি হয় না পর।
পস্তাবি সই নয়তো নাগর ধর!

শিখা। আ মরি মরি! এ কে লো, তোর বর নাকি?

বিমলা। তোমার ফুলিয়ে তবেতো আমি পাব?

শিখা। মরি! এ সুঠাম মূর্ত্তি কোথায় পেলি?

বিমলা। তেঁতুল গাছ থেকে পেড়ে এনেছি।

শিখা। যদি পোষ মানা'তে পারিস কায দেখবে!

বিমলা। ও পোষ মেনেই আছে, তুমি তুড়ি দিলেই পড়বে!

বিরাগ। আমি কাকে বিয়ে কড়বো?

বিমলা। তোমার যাকে পছন্দ।

বিরাগ। তোড়া ড়াজকুমাড়ী কাড়া?

শিখা। ঐ রাজকুমারী ঐ!

বিরাগ। তোড়া কে?

শিখা। আমি সখী।

বিরাগ। তবে আমড়া সখী বিয়ে কড়বো!

বিমলা। আহা এমন নৈলে বরাত!

শিখা। তোমার নাম কি?

বিরাগ। ফকড়েড় মায়েড় ফকড়ে—তোড়া লাচতে জানিস্?

শিখা। না, তুমি জান ত নাচ।

বিরাগ। আয় তোড়ে শিখুই আয়—(শিখার হস্ত ধরিতে অগ্রসর।)

শিখা। ও মা, এ কি বালাই!

বিরাগ। ব্যাজাড় হচ্ছিস কেনে? লাচ্ শিখবি! তুই আমাড় ক'নে হবি! আমড়া সাপ মেড়েছি জানিস? আমাড় কাছে মাণিক আছে!

শিখা। বিমলা! বলে কিরে?

বিমলা। তুই কেন ভাবছিস? চিৎ দাদা বলেছে কোন ভয় নেই।

বিরাগ। তোদেড় আমায় পছন্দ হ'লো না? তবে আমি তোদেড় কাছে যাই। তোড়া বে কড়বি?

বিমলা। না, তুমি আমায় পছন্দ কল্লে না, তোমায় বে কর্ব্বো কেন?

বিরাগ। তোড়া কেউ বে কড়বি?

দ্বি-সখী। তুমি কাকে বে কর্ব্বে?

বিরাগ। তবে তোদেড় ব'লব? আমাড় বে হ'য়ে গিয়েছে।

শিখা। কার সঙ্গে?

বিরাগ। তোদেড় সঙ্গে।

শিখা। পোড়ার দশা আর কি!

বিরাগ। আবাড় মিছে কথা! তোদেড় আবাড় বুঝি কাড়ে মনে ধড়েছে? আমড়া তেখনিতো বলেছিলুম তোড়া ভাল নোক ন'স! তা আমড়া চল্লুম! দেখিস্ আবাড় যে বলবি বিয়ে কড়েছিস্, তা আমড়া শুনব না। (বিমলার প্রতি) ওড়ে শোন শোন, আমড়া ওদেড় সঙ্গে আড় কথা ক'ব না, আমড়া কাড়ুড় সঙ্গে কথা ক'ব না। তোদেড় একটা কাণে কাণে কথা ব'লব।

বিমলা। কেন, আমার এত বরাত ফিল্লো কেন?

বিরাগ। কাণে কাণে শুন্‌বি কি না বল?

বিমলা। তুমি ঐখান থেকেই চুপি চুপি বল না?

বিরাগ। দ্যাখ, ওদেড় বল, যদি আমাদেড় বিয়ে না কড়ে থাকে, আমড়া ওদেড় এই আংটীটে ফিড়িয়ে দিচ্ছি। ওদেড় আমাড় আংটীটে দিতে বল।

বিমলা। একি বিরাগ নাকি?

বিরাগ। আমড়া যে হই—তোম্রেড় কি? আমড়া চল্লুম, দে আমাড় আংটী দে!

শিখা। আমি যাকে যা দিই, তা ফিরে নিই নি।

বিরাগ। তোদেড় খালি মিছে কথা? নাও না বে ফিড়িয়ে নাও!

শিখা। নাও নাও রাগ করো না, আংটী পর।

বিরাগ। দেখ তোমড়া আমাদেড় ছুঁচ্ছ কেন? ত্যাখন ব্যাজাড় হ'লে! আমি এখন ব্যাজাড় হয়েছি।

শিখা। আর ব্যাজাড়ে কায নেই;

বিরাগ। তবে কেন তোমড়া ব্যাজাড় হ'লে?

শিখা। যদি ঠ্যাকরা কর্ব্বে ত আমি চল্লুম!

বিরাগ। যাবে কোথা, এইবাড়ে হাত ধড়বো না! এই বাড়ে লাচবো।

বিরাগ। গীত।

ধুপাধুপ্ বেজাড় ভাড়ি, ফকড়েকে কেউ আড় কি পাও,
ধুপাধুপ্ ধড়লে কেনে থাকবো না আড় ছেরে দাও।
ধুপাধুপ্ যাই সোজাসুজি,—
আমাড় গুমোড় নেই বুঝি!
ধুপাধুপ্ কড়বে গুমোড় তোমড়া ড়োজ ড়ুজি?—
ধুপাধুপ্ ফকড়ে লাচে ভাল চাওত সড়ে যাও।

(ফকড়ের মার প্রবেশ।)

ফক্-মা। ওমা সন্ন্যাসী মড়া ঠিক বলেছে! এই যে আমার ফকড়ে বেশ ভাল হয়েছে!

বিরাগ। ধুপ্ ধুপ্।

বিমলা। কোন সন্ন্যাসী গো কোন সন্ন্যাসী?

ফক্-মা। ঠিক বলেছে! মাণিকটা হাতে দিলেই ছেলে ভাল হবে!

বিমলা। ওগো! তুমি চলে যাও! চলে যাও! থেকো না! সেই সন্ন্যাসী তবে ত ঠিক কথা বলেছে—যে ফকির ভাল হবে, কিন্তু তিন দিন যেন ফকিরের মা কাছে আসে না।

বিরাগ। ধুপ্ ধুপ্।

বিমলা। ঐ দেখ, ঐ দেখ! বেশ নাচ্ছিল গাইছিল, আবার বাই চালবে!

ফক্-মা। ও ফক্‌রে! ও ফক্‌রে! আমি তবে যাই?

বিরাগ। হুম্।

ফক্-মা। দেখিস্ কোথাও যাস্‌নি! এইখানে থাকিস্!

বিরাগ। হুম।

ফক্-মা। (জনান্তিকে) দ্যাখ মাণিকটা কারুকে দেখাস্‌নি!

বিরাগ। ধুপ্ ধুপ্।

বিমলা। ও বাছা তুমি যাও যাও! দেখছো মা? তুমি থাকলেই বাই বাড়ে!

ফক্-মা। আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি। হ্যাঁলা হ্যাঁলা রাজকুমারীর সঙ্গে ভাব হয়েছে?

বিমলা। বড্ড গো বড্ডো!

বিরাগ। ধুপ্ ধুপ্।

বিমলা। যাও বাছা যাও যাও।

ফক্-মা। ফক্‌রে আমি যাই?

বিরাগ। হুম্।

ফক্‌-মা। দেখিস্, ভাল করে খাস দ্যাস। ও মাছের মুড়ো খায়, একটু দুধ নইলে পেটের অসুখ করে; বেগুণ পুড়িয়ে প্যাঁজ দে, লঙ্কা দে, চট্‌কে দিস্।

বিরাগ। ধুপ্ ধুপ্।

ফক্‌-মা। এই যাই বাছা যাই! আর দেখ একটু গুগলির ঝোল করে দিস্।

[প্রস্থান।

বিরাগ। তোমরা সাত বাটপাড়ের কান কাট, এত মিছে কথাও এসে!

বিমলা। আমাদের তো দুটো কথার মিছে, তোমার যে আগা গোড়া মিছে!

বিরাগ। কেমন শিক্ষা পেয়েছি বল! আমার বন্ধুর স্ত্রীর কাছে নিয়ে চল।

শিখা। তুমি কি ক'রে তারে উদ্ধার কর্ব্বে?

বিরাগ। আমি সমস্ত রাত যাতায়াত কর্ব্বো; প্রথম প্রথম শাস্ত্রীরা জিজ্ঞাসা কর্ব্বে—কে? তারপর ত্যক্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়বে। সেই সময়ে নিয়ে চলে যাব। একবার বেরিয়ে পড়তে পাল্লে, চিৎকুমারের একটা আংটী আমার ঠেঙে আছে, কেউ আর কিছু বলবে না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(বারি।)

বারি। ছি ছি ছি ছি মন এখনও প্রয়াস, জীবনেরি আশ গেল না,
ফণিনী সঙ্গিনী, ফণিনী ভাবিয়ে সভয়ে শমন এল না।
ফণিনীর শ্বাসে ছিল না এ জ্বালা, যে জ্বালায় জ্বলে প্রাণ,
ভুলাইয়ে ছলে এসেছি চলিয়ে, দিছি প্রেমে প্রতিদান।
আছে কি না আছে, আমাবিনে সে যে পলকে প্রলয় মানে,
আমি যে সাপিনী সে তো তা জানে না, আমি তার তাই জানে।
কতই সয়েছি কেন সব আর, জীবন দুখের ভার,
রহিল বেদনা মলে কি ভুলিব, দেখা তো পাব না তার।

(বিরাগের প্রবেশ।)

বিরাগ। কি রাজকুমারী! তুমিও সহর দেখতে এসেছ না কি? শুনছি নাকি নাগর ধত্তে এসেছ!

বারি। কে বিরাগ? আমায় রক্ষা কর!

বিরাগ। চুপ, এখানে বিরাগ নয়—ফক্‌রের মার ফক্‌রে; কিছু ভয় করো না, আমি মাণিক পেয়েছি। বাহার এতক্ষণ কি ক’চ্ছে বল্‌তে পারিনি। আমি তারে জল থেকে বার করে আনি।

বারি। যাও, যাও, শিগ্‌গির ফিরে এস!

বিরাগ। তুমি মহারাজকে এই আবেদন-পত্র পাঠিয়ে দাও—এর মর্ম্ম এই "তুমি কুমারী নও উজ্জয়িনী রাজকুমারের পত্নী।"

বারি। কি করে পাঠাব?

বিরাগ। কেন, তোমার মিতিনের হাতে।

বারি। আমার মিতিন কি? কি বলছ?

বিরাগ। আমার স্ত্রী!

বারি। তোমার স্ত্রী কি?

বিরাগ। তোমার পছন্দ হয় না বলে কি আর কারুর পছন্দ হ'তে নেই?

বারি। আমার পছন্দ নয় কেন? তোমারই পছন্দ নয় সত্যি কি বিবাহ করেছ?

(শিখার প্রবেশ)

বরা। (শিখার হস্ত ধারন করিয়া) সত্যি মিথ্যা জিজ্ঞাসা কর!

বারি। মিতিন মিতিন! তুমি এই খেপাটাকে বে করেছ?

শিখা। ও আমায় খেপালে, তা কি কর্ব্বো বল!

বিরাগ। কে খেপেছে তা তোমার মিতিন বেশ দেখেই বুঝতে পাচ্ছে! আবার তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন! আমি বেহায়া তাই পায়ে হাতে ধরে রয়েছি!

শিখা। বেহায়া খুব বটে! আমি বনে গিয়ে সেধে পেড়ে লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে ওঁর পূজা কল্লেম, আর উনি বলেন তাড়িয়ে দিচ্ছিলো! ওঁর ভিরকুটী কত! একলা আমায় পেয়ে মন ওঠেনা!—আমার এ সখিকে বলেন বে কর্ব্বি? ও সখিকে বলেন বে কর্ব্বি?

বিরাগ। ওঁর ফক্‌রের মার ফকরে জুটলো, আমি কি ভেসে যাব নাকি?

শিখা। তুমি ভাসবে? কত লোককে ভাসাবে!

বিরাগ। তবে চল্লেম!

শিখা। দ্যাখ লো দ্যাখ কে কারে তাড়ায় দেখ!

বারি। শিগ্‌গির এস।

বিরাগ। ভেবনা। এ রাজা পরম ধার্ম্মিক, তাতে আবার তোমার শ্বশুরের বন্ধু! যদি টের পান যে তোমার বিবাহ হয়ে গিয়েছে, তিনি কখনই তাঁর পুত্রের কথা শুনবেন না। বাহার কে আন্‌তে পাল্লে হয়!

বারি। তুমি আমায় নিয়ে যাও, এখানে আমি থাক্‌ব না।

বিরাগ। তাই হবে।

[প্রস্থান।

শিখা। আচ্ছা তুই কি কর্ব্বি মনে করেছিলি?

বারি। ভেবেছিলুম জলে ঝাঁপ দেব।

শিখা। জলে আর তোমার কি ক'র্ত্তো ভাই! তুমি তো শুনতে পাই পানকৌটীর মতন উঠতে আর ডুবতে!

বারি। কেন প্রাণ বার কর্ব্বার কি উপায় আর পেতুম না? আমি আপনার জন্যে এক তিলও ভাবিনি, ভাবতুম তার দশা কি কর্‌লুম!

শিখা। সে তোমার সঙ্গে থেকে থেকে বেশ জলের নীচে শুতে শিখেছে।

বারি। যদি দিন পাই তোমায়ও শেখাব।

শিখা। দিন পেলে বুঝি পুকুরে গুঁজড়ে ধর্‌বে?

বারি। ওলো আমায় ধর্ত্তে হবে না, আপনিই গুঁজড়ে পড়বি!

শিখা। তা ঠিক বলেছিস ভাই! গুঁজড়ে পড়েছি!

বারি। আর আমি গা ভাসান দিয়েছি?

শিখা। তা নৈলে তো ভাই আর তোর সঙ্গে দেখা হ'তো না?

বারি। সে ওষুধ তুমি আপনিই করে রেখেছ, এত ধরা বাঁধা করে দেখা কত্তে হ'ত না।

শিখা। ধরা বাঁধার দোষ কি ভাই? তোমার রূপ দেখলে মুনির মন টলে!

গীত।

শিখা। দেখলে তোরে টলে মুনির মন,
নারী হয়ে ফিরুতে নারি নয়ন।

বারি। নাগর বাঁধা বিনিয়ে বেণী দেখনি কি চাঁদবদন?

শিখা। তোর নয়ন হেরে হয়না কে বিভোর?

বারি। সামনে দেখেছি লো সই তোর নয়নের জোর,

শিখা। বলিস মিতের কথা তোর?—সেতো মনচোর,

বারি। ভাল করে তাই বেঁধেছ দিয়ে প্রেমের ডোর।

উভয়ে। তোর কথার কানে কে আঁটে—
নয় তুমি যেমন তেমন।

সখিগণ। চল লো চল থামুক লড়াই—
আসবো লো তখন।

বিমলা। ওলো আমাদের যাবার সময় হয়েছে।

শিখা। তবে আসি মিতিন?

বারি। এস দিদি! আর যদি না দেখা হয়, এক একবার মনে করিস্, আমি বড় অভাগিনী।

শিখা। বালাই! দেখা হবে না কেন?

বারি। ভাই যদি না উদ্ধার হতে পারি এ প্রাণ কি রাখবো!

শিখা। তুই কিছু ভাবিস নি; সতীর কোন ভয় নেই, ভগবান রক্ষাকর্ত্তা!

[বারি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বারি। গীত।

আশা তোরে রাখি যতনে।
নিবিড় আঁধারে নহে প্রবোধ কি দিব মনে॥
পলকে প্রলয় মানে, আমা বিনে সে কি জানে,
নয়ন জলে ভাসে অভিমানে
কে আছে বুঝাবে তারে, আছে কি আমা বিহনে!

(বিরাগের প্রবেশ।)

বিরাগ। এইবার চলে এস; আমি দুবার তিনবার আনাগোনা করে দেখলুম, প্রহরীরা আর কেউ জেগে নেই। কেউ যদি জাগে, আমি ধুপ ধুপ শব্দ কল্লেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাবে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

জলটুঙি।

(কবুরে ও চিৎকুমারের প্রবেশ।)

কবুরে। তোড়া মেয়ে সাজালি কেনে?

চিৎ-কু। তোর রাজকুমারের সঙ্গে বে হবে।

ফক্‌রে। আড়ে ছ্যাঃ! ড়াজকুমাড়ী বে কড়বো!

চিৎ-কু। না আগে রাজকুমার তোর কাছে যাবে, তুই যেন তার ক'নে হবি, তারপর তোকে রাজকুমারীর কাছে নিয়ে যাবে।

ফক্‌রে। আড়ে ছ্যাঃ!

চিৎ-কু। তবে তোর রাজকুমারী বে হবে না! কাপড় মুড়ি দিয়ে রাজকুমারের সঙ্গে রাজসভায় আস্‌বি! রাজকুমারী তোকে দেখবে আর বে কর্ব্বে।

ফক্‌রে। ছ্যাঃ! বে ক'ড়বো না! আমড়া চল্লুম। লে, ঝোঁটি খুলে লে।

চিৎ-কু। তা হলে যে তোরে ফক্‌রে চিন্‌বে, আর তেল কর্ব্বে!

ফক্‌রে। আমড়া পালাই।

চিৎ-কু। কোথা পালাবি? ধর্ব্বে এখনি!

ফক্‌রে। তবে তোড়া ড়াজকুমাড়ীকে পাঠিয়ে দিস্‌।

চিৎ-কু। রাজকুমারীই ত রাজকুমার সাজবে।

ফক্‌রে। ড়াজকুমাড়ী বড় হবে?

চিৎ-কু। তোকে পাবার জন্যে আর কি কর্ব্বে? একবার তুই ক'নে হয়ে রাজসভা থেকে বেরুলেই তোরে অন্দরমহলে নিয়ে যাবে; সেখানে তোর ঝোঁট খুলে দেবে, তারপর রাজকুমারী ক'নে হবে, আর তুই বর হবি! তুই চুপ করে অন্ধকার ঘরে বসে থাক্‌বি।

ফক্‌রে। লাচবো না?

চিৎ-কু। একলা যখন থাক্‌বি, লাচবি। রাজকুমার এলে আর লাচবিনি, মুড়ি দিয়ে বস্‌বি।

ফক্‌রে। তোড়া যে বল্‌লি ড়াজকুমাড়ী ?

চিৎ-কু। দেখ্ দেখ্, তোরে কেমন সেজেছে দেখ !

ফক্‌রে। আড়ে ছ্যাঃ ! তোড়া বোঁট খুলে লে।

চিৎ-কু। তবে আমি সেপাই ডাকি ? তোরে ধরুক ?

ফক্‌রে। না, তোড়া বড়্ ক'ড়ে দে।

চিৎ-কু। আচ্ছা তুই বস্‌গে যা। বরাবর জলটুঙ্গিতে যা। এই রাস্তাদে বরাবর যা, আমি টোপর টোপর নিয়ে যাচ্ছি।

ফক্‌রে। বাজনা আনিস্।

চিৎ-কু। তা আন্‌বো।

ফক্‌রে। সত্যিকাড় ড়াজকুমাড়ী দিস্। ছ্যা! ড়াজকুমাড় বে কড়'বো না, ছ্যাঃ !

চিৎ-কু। তবে যা এই পথে যা।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহ। আরে! কোন্ রে ?

চিৎ-কু। নাচ্ নাচ্ এইবারে !

ফক্‌রে। ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্।

প্রহরী। খওয়া ! আওয়াৎ বন্‌কে আয়ি

ফক্‌রে। ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্।

প্রহরী। যাও দাদা, চলা যাও! ভোর রাত ধুপ্ ধুপ্ লাগাই ! খওয়া !

[ফক্‌রে ও প্রহরীর প্রস্থান।

(সৌরভকুমারের প্রবেশ।)

সৌরভ। চিৎ ! শুন্‌ছি নাকি রাজকুমারী পাগল হয়েছে ?

চিৎ-কু। সম্ভব! সে সাধ্বী স্ত্রী, স্বামী আছে! যুবরাজ কেন দুরভিসন্ধি ছাড়ুন না? রাজধর্ম্ম সতীর সতীত্ব রক্ষণ!

সৌরভ। না, এই রাত্রেই আমি তারে বে কর্ব্বো। তার ব্রত সাঙ্গ হয়েছে। আমি পুরুৎ ডেকে নিয়ে যাচ্ছি। বে হ'লে ত আর মহারাজ ফেরাতে পার্ব্বে না!

চিৎ-কু। তবে যান।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

(বাহার, বিরাগ, বারি ও শিখার নটনটীবেশে প্রবেশ)

গীত।

কিনেছি সাধের হাটে পাই হে যেন পাই।
কেন হায় হারাই হারাই মনে হয় সদাই।
প্রাণ মন দিয়ে বিসর্জ্জন, কিনেছি রতন,
আমার মনের মত ধন,
তাই করি যতন—
এ নিধি মুনির মন হরে,
পাছে কেউ হরে, তাইত ভয় করে,
এসেছি তাইতে হেথা ভরসা পেলে চ'লে যাই।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! দেখ দেখ, আমার কন্যার মত মুখখানি! আর সে দিন যে রাজকুমারী জল থেকে উঠেছেন, তাঁর মত অবিকল এঁর চেহারা! তোমাদের কি প্রার্থনা বল?

বারি। মহারাজ! আমার প্রার্থনা, আমার স্বামীকে আমি পাই।

বিরাগ। মহারাজ! আমার প্রার্থনা আমার পত্নীকে আমি পাই।

রাজা। কে তোমার স্বামী?

বারি। ইনি আমার স্বামী।

রাজা। তোমার পত্নী কে?

বিরাগ। ইনি আমার পত্নী।

রাজা। তবে আমার কাছে তোমাদের প্রার্থনা কি?

বারি। মহারাজ! আমাদের গোপনে গন্ধর্ব্ব বিবাহ হয়েছে। মহারাজ! আজ্ঞা করুন, এ বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত।

রাজা। অবশ্যই সঙ্গত।

বারি ও বিরাগ। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(ধাঙড়কন্যার প্রবেশ)

গীত।

ফিরি বনে, মনে নাই কারিকুরি,
কে জানে হান্‌বে মোর বুকে ছুরি।
ফুটে ছিনু বনের ফুল হেন, মোরে ছিঁড়লে কেন,
হই আপনা হারা, জান শুকিয়ে সারা,
খেপা পারা খালি ঘুরি ফিরি॥

রাজা। আজ নাচের পালা দেখছি! তোর আবার কি?

ধাঙড়-কন্যা। হামার মানুষটা হামায় দে।

রাজা। কে তোর মানুষ?

ধাওড় কন্যা। যার আংটী হামার আঙ্গুলে।

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! এ যে যুবরাজের অঙ্গুরী!

ধাওড় কন্যা। সেইটে হামার মানুষ।

রাজা। যুবরাজকে ডাক।

চিৎ-কু। মহারাজ! তাঁরা সস্ত্রীক আসছেন।

(ফকরের মার প্রবেশ)

ফক-মা। কৈ, দাও রাজা! অর্দ্ধেক রাজ্যি দাও! আর ফকরের সঙ্গে তোমার মেয়ের বে দাও! তাদের বেশ ভাব হয়েছে।

রাজা। চিৎকুমার! একি?

চিৎ-কু। মহারাজ! আপনি পরম ধার্ম্মিক! আপনার কোন বিপদ হবে না। আপনার কন্যার যদি মনন হয়ে থাকে ত যোগ্য পাত্রেই হয়েছে!

ফক্-মা। হ্যাঁ তা হয়েছে! আমার ফক্‌রে—সোনার চাঁদ ফক্‌রে!

(ফক্‌রে ও সৌরভের প্রবেশ)

ফক্‌রে। এই বাড় ঝুঁটী খুলি। তোড়া এবাড় ড়াজকুমাড়ী হ। আড়ে ছ্যাঃ! এ যে গোঁপ আছে! আড়ে ছ্যাঃ! এ যে সত্যি ড়াজকুমার—ড়াজকুমাড়ী লয়!

রাজা। এ কি রহস্য! যুবরাজ! এ অঙ্গুরী কার?

সৌরভ। ও চুরি করেছে! মৃগয়া ক'ত্তে হারিয়ে গিয়েছেল।

চিৎ-কু। যুবরাজ! মিথ্যা বলবেন না। মনোগত বিবাহ করেননি সত্য! কিন্তু এ যুবতীকে আপনি আংটী দিয়েছেন—আমার কাছে নিজ মুখে প্রকাশ করেছেন।

বিরাগ। সুন্দরি! তুমি যুবরাজকে চাও, কি এই সাত রাজার ধন মাণিক চাও? এর প্রভাবে সরোবরের নীচে যেতে পার্ব্বে। সেখানে দেখবে ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার, সমস্তই তোমার হবে। কি তোমার অভিলাষ বল?

ধাঙ-কন্যা। বাপকে ডাক!

(ধাঙড়ের প্রবেশ)

ধাঙড়। লিয়ে লে, ঐ মাণিকটে লিয়ে লে, তোর তো রাজার বেটাটা লিয়ে তিনটে বিয়ে হ'ল। আবার একটা দেখে লিবি। লিয়ে লে, মাণিকটা লিয়ে লে।

সৌরভ। মহারাজ! আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর শ্রীচরণে কখন আমায় অপরাধী পাবেন না। অধর্ম্ম গোপন থাকে না, চপলতা বশতঃ আমি বুঝতে পারিনি।

চিং-কু। মহারাজ! ইনি বিদর্ভ রাজকুমার, এঁর কৌশলে সাপ মরে, আর ইনি আপনার কন্যা শিখা।

বিরাগ ও শিখা। (প্রণাম করণ)

রাজা। সুখি হও!

চিং-কু। মহারাজ! ইনি উজ্জয়িনী রাজকুমার, আর ইনি, যে রাজকুমারী জল থেকে উঠেছেন, সেই রাজকুমারী।

বাহার ও বারি। (প্রণাম করণ)

রাজা। সুখী হও!

ককরে। ওমা মা! চল ঘড় যাই চল, ঘড় যাই চল, ছ্যাঃ ছ্যাঃ! স[illegible]কাড় ড়াজকুমাড় বে কল্লে। আমাড় ঝুঁটী বেঁধে দিলে! এবাড় ধুপ্ ধুপ্ ক'ড়ে লাচবো আর তোড় ঘড়েই থাকব।

থাবার। কফুরের মা। তুমি আমার [illegible] নাম [illegible]

কালে আর অধর্ম্মে মতি ক'রো না। এর মূল্যে যাব[illegible]

সুখে থাক্‌তে পার্ব্বে।

(সখীগণের প্রবেশ।)

গীত।

ফুরুল রূপকথাটি মুড়ুল নোটে।
হাততালি দে ভাল ভাল বল একচোটে॥
দিও না ব্যথা, রেখ হে কথা,
মুড়িয়েছে নোটে, যেন মুড়িও না মাথা,
রোজ ভাল বল, আজ পাছে ভোল,
ভাল বলে যাও ঘরে যাও দেখবে ঘর আলো,
ছাড়ব না না বল্লে ভাল, পেয়েছি আপন কোটে

যবনিকা।